দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27 JAN 1987

পৃষ্ঠা ... ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

22

গোয়াইনঘাটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুরবস্থা !! লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে

সিলেট, ২৪শে জানুয়ারী (জেলা বার্তা পরিবেশক) ।--- সিলেটের গোয়াইনঘাট শিক্ষা-ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা একটি উপজেলা। এ অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দুরবস্থা।

গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রায় ২ লাখ অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে রয়েছে ৭টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১শ' ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বেসরকারী ১২টি); কিন্তু কোন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নেই। একারণে সর্বত্র সহ শিক্ষা পদ্ধতি চালু রাখতে হয়েছে।

উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনূর্ধ ১ হাজার, শিক্ষক আছেন ৭৫ জনের মতো। এগুলোতে অর্থ সংকট অত্যন্ত তীব্র, উন্নয়নখাতে সরকারী অর্থসাহায্য মিলছে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন এবং এলাকাবাসীর চাঁদার ওপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে। বেশীর ভাগ ভবন একদম নড়বড়ে, দরজা-জানালা ভাঙ্গা, ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। শিক্ষকদের আবাসিক কেন্দ্র, ছাত্রাবাস ও চারদিকের দেয়াল নির্মিত হয়নি। আসবাবপত্র, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, খেলার সামগ্রী ও খেলার মাঠ না থাকার সামিল। পাঠাগার বলতে জরা-জীর্ণ আলমারীতে তালাবদ্ধ কিছু বই ছাড়া কিছু নেই। শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২।৩ মাস পর পর বেতন পেয়ে থাকেন।

১৯৮৪ সালের প্রথমদিকে উপজেলা কেন্দ্রস্থলে একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলে জেলা প্রশাসক একই বছরের ১৪ই এপ্রিল একটি হুকুম দখলকৃত জায়গায় এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ৩ জন শিক্ষিকা ও ১২ জন ছাত্রী নিয়ে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে ক্লাস চালুর পাশাপাশি নিজস্ব ভবন নির্মাণের তৎপরতা চলতে থাকে। এ লক্ষ্যে অন্তত: ৫০ হাজার টাকার ইট, বালি, পাথর ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় ও ৩টি টিউবওয়েল বসানো হয়। তবে আজ পর্যন্ত ভবন নির্মিত না হওয়ায় কে বা কারা নির্মাণ সামগ্রী ও টিউবওয়েলের বিভিন্ন অংশ খুলে নিয়ে যাচ্ছে। এদিকে অর্থ, ছাত্রী ও শিক্ষিকার অভাবে গত সেপ্টেম্বর হতে ক্লাস বন্ধ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বসাকুল্যে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ১৩ হাজারের কাছাকাছি। এ জন্যে সরকার নির্ধারিত শিক্ষক পদ সংখ্যা যেখানে ২শ' ৬৮ সেখানে প্রধান শিক্ষকের ২টি ও সহকারী শিক্ষকের ৩০টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। তার উপর বিদ্যালয়সমূহে সমস্যার অন্ত: নেই। আসবাবপত্র, খেলার সামগ্রী, খেলার মাঠ ও বিশুদ্ধ পানির সংকট লেগে আছে। চারদিকের দেয়াল নির্মাণ করা হয়নি, ভবনগুলো নিতান্ত ছোট ও জীর্ণশীর্ণ। আই, ডি,এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত অর্ধশতাধিক ভবনের আনুমানিক ৪০ শতাংশ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, বাদবাকি সব ব্যবহারের অনুপযোগী। উপজেলা শিক্ষা দপ্তরে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার ৫টি পদের ২টি ও অন্যান্য কর্মচারীর ৪টি পদের ৩টি অনেক দিন যাবৎ খালি। সরকার থেকে শিক্ষকদেরকে বিনামূল্যে বিতরণের বই পরিবহনের জন্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় নামমাত্র।

উপজেলা কেন্দ্রস্থলে

গোয়াইনঘাট উপজেলা কেন্দ্রস্থলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ২টি। এর মধ্যে ১টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারী)।

১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়টিতে কমবেশী ১শ'৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে শিক্ষক রয়েছেন ১৩ জন। এখানে প্রয়োজনীয় ভবন, আসবাবপত্র, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও খেলার সামগ্রী নেই। খেলার মাঠটি যথেষ্ট ছোট, যাতায়াতের রাস্তাটি কাঁচা। আলমিরার অভাবে পাঠাগারে যা কিছু বই আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মূল ভবনটির ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে, দরজা-জানালা খসে পড়ার উপক্রম, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন দেয়া হয়নি। একই কক্ষে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রীদেরকে বসতে হয়। শিক্ষক আবাসিক কেন্দ্র, ছাত্রাবাস ও চারদিকের দেয়াল নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। শিক্ষকরা ২/৩ মাস পর পর বেতন পান। ১৯৭৭ সাল হতে উন্নয়নখাতে সরকারী অর্থ সাহায্য পুরোপুরি বন্ধ। উপজেলা পরিষদ এ ব্যাপারে উদাসীন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৮ সাল। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বড়জোর ৪শ'। এ হিসেবে শিক্ষক থাকার কথা অন্তত:পক্ষে ৮ জন। অথচ তাদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬। এছাড়া ভবনটির দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা এবং আসবাবপত্র, খেলার সামগ্রী ও খেলার মাঠের সংকট পদে পদে বাধার সৃষ্টি করছে। টিউবওয়েলটি অকেজো থাকায় বিশুদ্ধ পানির জন্যে বেশ দূরে যেতে হয়। চারদিকে দেয়াল ও উপযুক্ত শৌচাগার না থাকায় দুর্ভোগ পোহাতে